জনকণ্ঠ

তারিখ 14 JUL 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আসন সঙ্কট, শিক্ষার্থী সঙ্কট

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ভাল কিছুর মধ্যে দেখা যায় নানাবিধ অসামঞ্জস্য, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সে সবের মধ্যে ফুটে ওঠে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবের বিষয়টি। শিক্ষা ক্ষেত্রটি তার ব্যতিক্রম নয়। গত শনিবার প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফল এবং দেশের কলেজগুলোর আসনসংখ্যা বিশ্লেষণ করে এ ধরনেরই একটি চিত্র ফুটে ওঠে। প্রকাশিত ফল থেকে দেখা যায় দেশের মোট ৭টি বোর্ডে ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৯৯৩ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৫৩ জন। বিজ্ঞান বিভাগে যেসব ছাত্রছাত্রী পাস করেছে, তাদের বহুজনেরই বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সুযোগ হবে না। দেশের কলেজগুলোর বিজ্ঞানের আসন মাত্র ৯৮ হাজার। ফলে দেখা যাচ্ছে ৫৬ হাজার ১৫৩ ছাত্রছাত্রীর এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না।

যুগটি বিজ্ঞানের। দেশে বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাক, নবীন প্রজন্মের তরুণেরা বিজ্ঞান চর্চার পথে পা বাড়াক, সেটা আমরা সবাই চাই। বিজ্ঞানের এই যুগে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলুক— এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে দেশের ৫০ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী এ বছর মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পারবে না। এদের অনেকের স্বপ্ন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবার, কিন্তু সবলের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। এর কারণ কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞানের আসন সংখ্যা সীমিত। এসএসসির ফল থেকে আরেক যে চিত্র দেখা যায়, তাতে বোঝা যাচ্ছে এবার বিভিন্ন কলেজে দেখা দেবে ব্যাপক ছাত্র সঙ্কট। কলেজে অর্ধ লাখের মতো আসন শূন্য থাকবে। গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোয় বিশেষভাবে দেখা দেবে ছাত্র সঙ্কট। আরেকদিকে বরাবরের মতো এবারও ভর্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যাবে নামী কলেজগুলোয়। এ প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে তীব্র হবে বিজ্ঞান বিভাগের পড়ার জন্য। জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর অনেকেই নামী কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না। আগেরবার জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর জন্য অনেক কলেজে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি হবার সুযোগ ছিল। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে অধিক সংখ্যা ছাত্রছাত্রী। নামকরা কলেজগুলোয় ভর্তি হতে এদের এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

একদিকে এই ভর্তিযুদ্ধ এবং মাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের সুযোগ না থাকার হতাশাজনক চিত্র—অন্যদিকে রয়েছে আরেক চিত্র, বহু কলেজের ছাত্র সঙ্কট। মঙ্গলবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশের ৮৮৪ ইন্টারমিডিয়েট ও সমমান কলেজে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী নেই। গত তিন বছর ধরে এক-তৃতীয়াংশ কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। একদিকে এবার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বলা হচ্ছে আসন সঙ্কটের কথা, এখন পাওয়া যাচ্ছে এই ব্যতিক্রমী চিত্র। এই চিত্রে যা পাওয়া গেছে তা এক কথায় হতাশাজনক। দেখা গেছে, গত তিন বছরে দেশের ৮৮৪টি কলেজে ৩৩ জনেরও কম শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে এক দিকে আসন সঙ্কট, অপর দিকে শিক্ষক আছে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে কিন্তু ছাত্র নেই—এই বিপরীত অবস্থা। বেশ কিছুকাল ধরে শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে এমন এক নৈরাজ্যকর অবস্থা যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তেমন প্রয়োজন নেই, তেমন স্থানেও গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান।

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠছে যেখানে-সেখানে। সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাত, ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা তথা প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ইত্যাদির অভাবের কারণে পড়তে হয় নানা বিড়ম্বনায়। এ জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত বাস্তবানুগ বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং সে সবের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার আশা পোষণ করে তারপর অগণিত ছাত্রের সে আশা ব্যর্থ হয়ে যাবে, হাতে গোনা কয়েকটি নামী কলেজে চলবে ভর্তির জন্য যুদ্ধ, আর অন্যদিকে দেশের বহু কলেজ ছাত্র পাবে না—এই সামঞ্জস্যহীনতা দেশে সুষ্ঠু শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হতে পারে না। এই সামঞ্জস্যহীনতা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা জরুরী।